**কৌতূহলী পাঠকের বিস্ময়কর ও নেতিবাচক প্রশ্নে আমার সাদামাটা জবানবন্দী!
..............ড.আখতারুজ্জামান।**

কল্পিত বিশ্বের সামাজিক মাধ্যমে একটু আধটু লেখালেখি করতে যেয়েই আমার লেখ্য সাধনার হাতেখড়ি। এক্কাদোক্বা করতে করতে এখনো মাঝে মাঝে ঢাউস মার্কা প্রতিবেদন লিখে ফেলি। একেবারে খুব কাছের মানুষ ছাড়া আমার এক শ্রেণির কৌতূহলী পাঠকের বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা, আমি এতটা সময় কোথায় পায়? ফেসবুকে লেখার পাশাপাশি আজ থেকে ঠিক একমাস আগে গত মাসের ০৩ তারিখে যখন একটা ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট([www.drakhtaruzzaman.info](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.drakhtaruzzaman.info%2F&h=ATPY3_uro9CV_MAny6-bOHk3MTlInjJcGMlOGC34_YZg8Nni4-HybWGM55PIDx78zpD7JRVspJPSy4NQ44wC2PUaTTidzygqJm9Slrkn9UZVh30Bkykf8Hpr1hyqCU5DEzMOVQ9XcYqVbwFOpUCi2NgppXmovfMpce-XS6vQTGwASiKEZQJIC--xNxKfN4AhQSnSm1msL22wey8rQnfetEXO5uVzfN1WF3Lh_I7iz1F0yNu6bZ8M9nfa7FwbhijG4CoK2OMvqvgz7TiLmFDNmqi7xefO8UwxnbMXri5ZCIcE1w)) জনগণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলাম, তখন সেই ওয়েবসাইটের অবয়ব এবং মেনু সাবমেনু দেখে কেউ কেউ রীতিমত ভিমড়ি খেয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, এতবড় কর্মযজ্ঞ এই বয়সে কিভাবে একা একা সম্পন্ন করবো! কেউ বললেন "অসম্ভব"।
পাঠকের এসব প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেক ফোন কল ও ক্ষুদে বার্তা পেয়েছি এবং পাচ্ছি।

এ তো গেল এক ধরনের প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে
টিপ্পনী দিয়ে আর ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে আড়ালে আবডালে কেউ কেউ বলা শুরু করলেন, "খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, যত্তোসব আকাম করছে..."। কেউবা জানান দিচ্ছেন, ".....অফিস কাজ বাদ দিয়ে সব ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে সময় কাটাচ্ছি...."।

তাই মনে হলো আমার কৌতূহলী আর ঈর্ষাকাতর পাঠকের বিস্ময়কর ও নেতিবাচক প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা আমার বিবেকের দায়ও বটে!

নেতিবাচক সমালোচনা শুনতে ভালই লাগে। মনে হয় মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছি! কম কিসের!? যেখানে সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত মহা-মানবদের তুলোধূনা করতে মানব সন্তান ছাড়েনি, সেখানে আমি কোন ছার্!

আমার পাঠককূলের কৌতূহলী আর ঈর্ষা পরায়ণ সমালোচনার জবাব দেয়ার আগে, আমার বিশেষ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কর্ম কথা সম্পর্কে আপনাদের একটু অবগত করাতে চাইছি মাত্র:

(১) আমার বয়স অনেক বছর আগে অর্ধ শতাব্দী ক্রস করেছে, ফলে সরকারি চাকুরি আর বেশি দিন করতে পারবো না। শুকরিয়া এই বয়সে আল্লাহপাক এখনো অনেকখানি সুস্থ সবল কর্মক্ষম ও অফুরান মানসিক সুস্থতা বহাল রেখেছেন;
(২) ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ৩/৪ ঘন্টা ঘুমিয়ে বাকি সময়টুকু কাজ করা আমার জন্যে এখন অব্দি কোন কঠিন মনে হয় না। জানিনে আল্লাহপাক এটা কতদিন বহাল রাখবেন!!
(৩) অহেতুক সময় কম ব্যয় করি, সময় পেলে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করি। এখনো অনেক কিছু মুখস্তও করে থাকি।
(৪) এই বয়সে অনেকখানি শারীরিক ও মানসিক স্ট্রেস দিয়ে কাজ করতে পারি। শুকরিয়া!
(৫) হাঁটা চলা খাওয়া দাওয়া সব কিছু মাপজোখ করে সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনা করতে চেষ্টা করি।
(৬) কম্পিউটারের অনেক প্রোগ্রাম নিজ দায়িত্বে শিখেছি স্বীয় কাজের স্বার্থে;
(৭) বাংলা টাইপিং স্পীড মন্দ নয়। যানবাহনে বসে স্মার্টফোনের কী বোর্ড টিপে ২/৪ পাতা বাংলা লিখে ফেলা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয়না। আমার বেশিরভাগ ফেবু স্ট্যাটাসগুলো যানবাহনে বসে লেখা;
(৮) অফিস কাজে কোন ফাঁকিবাজির রেকর্ড আমার ২৮ বছরের সরকারি চাকুরি জীবনে নেই। বিভাগীয় কাজে পুরস্কৃত ছাড়া কখনো তিরস্কৃত হয়নি;
(৯) কম্পিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির সাথে আমার হাতেখড়ি সেই ১৯৯৫ সাল থেকে। সেই থেকে আজ অব্দি আমার কম্পিটারের ২ টেরাবাইট হার্ড ড্রাইভ জুড়ে দুর্লভ সব ডকুমেন্টারী ছবি ও ভিডিও রয়েছে। তাই জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জন কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্যেই ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট খুলে সেটার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছি; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নেই।
(১০) অফিস সময়ে এসব ব্যক্তিগত কাজ করিনা। ছুটির অবসর এবং নিশুতি রাত হলো আমার এসব কাজ করার উত্তম সময়;
(১১) পারিবারিক কাজে আমাকে খুব কম দায়িত্ব পালন করতে হয়। বেশিরভাগ পারিবারিক কাজটা আমার গুণবতী স্ত্রী-ই করেন। অামার সকল কাজে আমার স্ত্রীর অনুক্ষণ পূর্ণ সমর্থন রয়েছে;
(১২) প্রাসঙ্গিকভাবে যে কথাটি বলতে হয়, জনকল্যাণে কিছু একটা করার ইচ্ছে থাকলেও চাকুরির এই ২৮ বছরে তেমন সুযোগ কমই পেয়েছি। আজ তিন বছর ধরে যে পদে আসীন রয়েছি সেখানে কাজের অফুরন্ত সুযোগ থাকলেও নবসৃষ্ট এ পদে কাজ করার সুবিধাদি বেশ কম। সহসা সেটা মিটে যাবে বলে আশা করছি। তা সত্বেও যথাযথ ভাবে আমার উপরে অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি।

আমার মনে হয় কৌতূহলী এবং ঈর্ষা পরায়ণ পাঠকের সব প্রশ্নের অনেকটাই সদুত্তর দিতে পেরেছি।
যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তাহলো, আমার ব্যাপারে কারুর যদি স্টেরিওটাইপড্ বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণা থেকে থাকে তাহলে আমি যতই তার/তাদের পদলেহন পদসেবা আর ষষ্ঠাঙ্গ প্রণামই করিনা না কেন, তা কোন কাজে আসবে না; ওরা ওদের কাজ করবেই।সৃষ্টিশীলতাকে সবাই ভাল চোখে দেখে না। তাই পৃথিবীর বড় বড় মানুষদের বিখ্যাত অনেক সৃষ্টিশীল আবিষ্কারের শুরুটা পাগলামিতে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক বিজ্ঞানীর জানও কতল করা হয়েছে। এটা ইতিহাসের অমোঘ সত্য।

এতসবের পরেও বিপ্রতীপ ভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় আমার সাথে আছেন অসংখ্য অসংখ্য পাঠক, যারা আমার পথের পথেয় এবং অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। এই এক মাসে আমি আমার এই বিশাল কর্মযজ্ঞের ব্যাপারে অকুন্ঠ মনোগত সমর্থন ও প্রশংসা পেয়েছি অগণিত পাঠকের কাছ থেকে। এই এক মাসে ৪২৮৯ জন পাঠক আমার সাইট ভিজিট করেছেন; গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৩৯ জন ভিজিট করেছেন। ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে এই অল্প দিনে দেশ বিদেশের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের নিয়মিত দর্শন, পঠন ও ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। তথাপিও অফিসের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অত্যাবশ্যকীয় কাজের সমন্বয় শেষে যে স্বল্প সময় হাতে থাকে সেটার সর্বোত্তম ব্যবহার করেও মেনু ও সাব-মেনুতে প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড বিলম্বিত হচ্ছে। আমার কর্মস্থল মেহেরপুর এলাকার দুর্বল ইন্টারনেট সেবাও এক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় বটে! আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও অপারগতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনম্র আহবান রইলো। একটু অপেক্ষা করুণ, আপনাদের মনোবাঞ্চা পূরণ করতে সক্ষম হবো ইন শা আল্লাহ্।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সহসাই আমার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী জন মানুষের কাছে বেশ গ্রহণীয় হয়ে উঠবে, যার রেশ বহমান থাকবে কাল থেকে কালান্তরে!

আপনাদের পূর্ণ মনোগত সহযোগিতা ও মানসিক শক্তি আমার চলার পথকে সুগম করবে।
দোয়া চাই।
--------------------------
লেখক: কৃষিবিদ ড. আখতারুজ্জামান
(বিসিএস কৃষি, ৮ম ব্যাচ)
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার
মেহেরপুর।

[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?hc_ref=ARRYv34m53Otq6aDj27xm27k4lVF55HPsyuYDn5arj_z5532MqrT5qMGVEZdcLx70Fc) is feeling special with [শাহানারা বেগম শেলী](https://www.facebook.com/shahanara.shely?hc_ref=ARRYv34m53Otq6aDj27xm27k4lVF55HPsyuYDn5arj_z5532MqrT5qMGVEZdcLx70Fc).

[November 3 at 10:37pm](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1690912154260407) ·